যুগান্তর

24 OCT 2008

আসন ২২১০টি

মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষা দেবে ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী

যুগান্তর রিপোর্ট

সরকারি ১৫ মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় এ বছর ২ হাজার ২১০ আসনের বিপরীতে প্রায় ৩৩ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেবে। এ হিসাবে একটি আসনের জন্য লড়তে হবে ১৫ জন ভর্তিচ্ছুকে। ৭ নভেম্বর সকালে অভিন্ন প্রশ্নপত্রে সব মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

মেডিকেল বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সরকারি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা ফি বছর বাড়ছে। দু'বছর আগে ১৪ মেডিকেল কলেজের ২ হাজার ৬০ আসনের বিপরীতে ভর্তি পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল ১৯ হাজার। গত বছর আসনসংখ্যা ১০০ বৃদ্ধি পায়। ২ হাজার ১৬০ আসনের বিপরীতে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ২২ হাজারে। চলতি বছর পাবনা মেডিকেল কলেজের ৫০টি আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। সে হিসাবে এ বছর মোট আসনসংখ্যা ২ হাজার ২১০। বিগত দু'বছরের চেয়ে এ বছর পরীক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে ১৪ হাজার।

২৯ সেপ্টেম্বর ১৫টি মেডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষার ফরম বিতরণ শুরু হয়। বৃহস্পতিবার ছিল ফরম জমা দেয়ার শেষ দিন। রাজধানীর কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের ভিড় সামলাতে প্রতি মেডিকেলে ৫ হাজার ফরম বিতরণের সিলিং বেঁধে দেয়া হয়।

স্বাস্থ্য অধিদফতরের পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা ও জনশক্তি উন্নয়ন) প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েত উল্লাহ যুগান্তরকে জানান, এ বছর ১৫টি মেডিকেল কলেজে মোট ফরম বিক্রি হয়েছে ৩২ হাজার ৯০৩টি। এ হিসাবে প্রতিটি আসনের বিপরীতে ১৪ দশমিক ৮৮ জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করবে।

তিনি জানান, এ বছর নোয়াখালী ও কক্সবাজারের দুটি নতুন সরকারি মেডিকেল কলেজে ১০০ আসনে ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হবে। সে লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও দিকনির্দেশনা দিতে বৃহস্পতিবার নতুন দুটি মেডিকেল কলেজ পরিদর্শনের জন্য রওনা হয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব নাসিরউদ্দিন, স্বাস্থ্য অধিদফতরের মহাপরিচালক অধ্যাপক এমএ ফয়েজ ও অধ্যাপক খন্দকার মো. শিফায়েতউল্লাহ। তারা আগামীকাল পর্যন্ত সেখানে অবস্থান করবেন বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ১৫টি মেডিকেল কলেজের মোট ৩২ হাজার ৯০৩ জন ছাত্রছাত্রীর মধ্যে ঢাকেকে ৫ হাজার, স্যার সলিমুল্লাহয় ৩ হাজার ৪৭৩, বেগম খালেদা জিয়ায় ৫ হাজার, ময়মনসিংহে ১ হাজার ৮২১, চট্টগ্রামে ৩ হাজার ২৬৭, রাজশাহীতে ২ হাজার ৮৬৩, সিলেটে ১ হাজার ১৯১, বরিশালে ৯৩০, রংপুরে ২ হাজার ৭৯, কুমিল্লায় ২ হাজার ১৪২, খুলনায় ২ হাজার ২০৯, বগুড়া শহীদ জিয়ায় ১ হাজার ৩২০, ফরিদপুরে ৪৫৪, দিনাজপুরে ৭৮১ ও পাবনা মেডিকেল কলেজে ৩৭৩টি ভর্তি ফরম বিক্রি হয়েছে।

চলতি বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ২২ হাজার ৪৫ জন জিপিএ-৫ পায়। গত বছর পেয়েছিল ১১ হাজার। এ হিসাবে পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষায় মোট জিপিএ-৮ পাওয়ার শর্ত জুড়ে দেয়া হয়। উভয় পরীক্ষায়ই কমপক্ষে জিপিএ-৩ দশমিক ৫ এবং বায়োলজিতে ন্যূনতম জিপিএ-৩ পেতে হবে।

অবশ্য উপজাতিদের ক্ষেত্রে শিথিল করে দুই পরীক্ষায় জিপিএ-৭ এবং উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৩ করা হয়েছে। তাদের ক্ষেত্রেও বায়োলজিতে জিপিএ-৩ থাকতে হবে।

এদিকে মডিকেল কলেজে ভর্তি পরীক্ষাকে কেন্দ্র করে প্রতি বছরের মতো এবারও রাজধানীসহ সারাদেশে ভর্তি কোচিং বাণিজ্য শুরু হয়েছে। মোটা অংকের ফি নিয়ে নিশ্চিত মেডিকেলে সুযোগ পাইয়ে দেয়ার আশ্বাস দেয়া হচ্ছে। এ ধরনের মিথ্যা আশ্বাস ও প্রতারণামূলক প্রতিশ্রুতির ফাঁদে ছাত্রছাত্রীদের পা না দেয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রফেসর ডা. খন্দকার মোঃ শিফায়েত উল্লাহ। তিনি বলেন, ভালোভাবে বই পড়াশোনা করলে কোচিংয়ের দরকার নেই। তিনি ছাত্রছাত্রীদের মনোযোগসহ প্রস্তুতি নিয়ে ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পরামর্শ দিয়েছেন।

জানা গেছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজের ভর্তি পরীক্ষা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনে, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা ইডেন কলেজে ও বেগম খালেদা জিয়া মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা তেজগাঁও সরকারি কলেজে অনুষ্ঠিত হবে। অন্যান্য মেডিকেল কলেজের পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট মেডিকেল কলেজের পরিচালক নির্ধারিত কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হবে।